যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

কলেজে ভর্তি

আরো বেশি ক্যাডেট কলেজ গড়ে তোলা দরকার

সন্তানের ভালো শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাবা-মায়ের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোনো সীমা থাকে না। এ বিষয়টি বোঝা যায় এসএসসি রেজাল্ট দেয়ার পর। কম খরচে ভালো পড়াশোনা হয়- এ ধরনের কলেজে সন্তানকে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকরা তখন হন্যে হয়ে দৌড়ঝাঁপ করতে বাধ্য হন। রাজধানী ঢাকার গুটিকয়েক কলেজে ভর্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রতি বছরই এ চিত্র দেখা যায়। পড়াশোনার গুরুত্ব যেন ফুটে ওঠে এর মধ্য দিয়েই।

একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানের ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেন অভিভাবকরা। সেজন্য সন্তানকে কঠোরভাবে প্রস্তুত করেন, প্রাইভেট টিউটর রাখেন, কোচিং সেন্টারে ভর্তি করান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডোনেশন দেয়ার জন্যও মুখিয়ে থাকেন। এছাড়া কখনো কখনো তদবির-সুপারিশের জন্যও লোক ধরতে বাধ্য হন তারা। কারণ, শুধু মেধা দিয়ে আজকাল কিছু হয় বলে অনেকেই মনে করেন না। পরিস্থিতির ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সন্তানকে ভর্তির জন্য বাঁকাপথে পা বাড়াতেও আজকাল দ্বিধা করছেন না উদ্বিগ্ন মা-বাবারা।

অভিভাবকদের যাতে বাঁকাপথে পা বাড়াতে না হয় সেজন্য ভালো কলেজগুলোতে দুই শিফট চালু করা যেতে পারে। সীমিত সংখ্যক কলেজে দুই শিফটের ব্যবস্থা না করে ঢাকার সব কলেজেই এ ব্যবস্থা রাখলে ভর্তিযুদ্ধ অনেকটা কমে আসবে।

এ দেশে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় অভাব রয়েছে। আর হাতেগোনা গুটিকয়েক কলেজে ভর্তির আকাঙ্ক্ষা দেখে এটাও পরিষ্কার, দেশের মানুষ ভালো পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝে। কিন্তু মানুষের এ চাহিদা পূরণে আমরা এখনো সফল হইনি।

বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ এবং ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজগুলো ভালো পড়াশোনার জন্য সমাদৃত। ডিফেন্সে কর্মরতদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনা করেছে। অন্যান্য পেশার লোকের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়ে থাকে, ডিফেন্সে কর্মরত অফিসার ও সেনারা অনেক দক্ষ, কর্মঠ ও দুর্নীতিমুক্ত। সুশিক্ষা ও দুর্নীতিহীনতার ওতপ্রোত সম্পর্কের দিকটিই এখানে ভালোভাবে কাজ করছে। ক্যাডেট কলেজ ও ক্যান্টনমেন্ট পরিচালনাধীন কলেজগুলোর ভালো শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে আমাদের ডিফেন্সে। এ ইতিবাচক প্রভাব সমাজের অন্যান্য সেক্টরে ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশ আগামীতে একটি সুশিক্ষিত ও ভালো জাতি পাবে।

সুশিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে দুর্নীতি থাকবে না, অন্তত এর পরিমাণ অনেক কমে যাবে- এমনটাই আমরা মনে করি। দুর্নীতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শিক্ষার হার বাড়ানো দরকার। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে শিক্ষার আলোয় দেশকে আলোকিত করা হলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, আসবে স্বচ্ছতা। ফলে দুর্নীতিও অনেক কমে যাবে। তখন দুদক লাগবে না, কিছু ভাঙতে হবে না, সংবিধান নিয়ে টানাহেঁচড়াও করতে হবে না। কিন্তু এই সহজ সরল বিষয়টি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারছে না। তাদের কার্যকলাপে অন্তত এর ছাপ দেখা যাচ্ছে না।

সাধারণ মানুষ এবং সরকারের ওপর মিডিয়ার অনেক প্রভাব রয়েছে। অথচ মিডিয়ার একটা অংশ এখনো ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে দিন গুনছে যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করবে। তাদের ধারণা মতে, পরিচালিত কর্মকাণ্ডে সাময়িকভাবে দুর্নীতি কমলেও কাজের কাজ কিছু হবে না। জাতি যখন শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হবে তখন আস্তে আস্তে দুর্নীতি দূর হবে। জাতিকে পুরোপুরি শিক্ষিত করে তোলা ছাড়া দুর্নীতি রোধ করা কখনোই সম্ভব নয়।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড় করালে আমরাও জাতি হিসেবে উঠে দাঁড়াতে পারবো। সরকারের বাকি সব কাজের চেয়ে শিক্ষার ওপরই গুরুত্ব দেয়া দরকার। শিক্ষা খাতে ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগ করা দরকার। এটি এমন একটি বিনিয়োগ যার লাভ পাওয়া যাবে সমাজের সব ক্ষেত্রেই।